



21775 - আশুরার রোজা রাখার ফজলিত

প্রশ্ন

আমি শুনছি আশুরার রোজা নাকি বগিত বছরে গুনাহ মোচন করে দেয়- এটা কিসঠকি? সব গুনাহ কি মোচন করে; কবরি গুনাহও? এ দিনে এত বড় মর্যাদার কারণ কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

আশুরার রোজা বগিত বছরে গুনাহ মোচন করে। দলিল হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী: “আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদিন প্রত্যাশা করছি আরাফার রোজা বগিত বছর ও আগত বছরে গুনাহ মার্জনা করবে। আরও প্রত্যাশা করছি আশুরার রোজা বগিত বছরে গুনাহ মার্জনা করবে।” [সহিহ মুসলিম (১১৬২)] এটি আমাদের উপর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ একদিনের রোজার মাধ্যমে বগিত বছরে সব গুনাহ মার্জনা হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মহান অনুগ্রহকারী।

আশুরার রোজার মহান মর্যাদার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ রোজার ব্যাপারে খুব আগ্রহী থাকতেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “ফজলিতপূর্ণ দিন হিসেবে আশুরার রোজা ও এ মাসের রোজা অর্থাৎ রমজানের রোজার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যত বেশি আগ্রহী দেখেছি অন্য রোজার ব্যাপারে তদ্রূপ দেখিনি।” [সহিহ বুখারি (১৮৬৭)] হাদিসে يتحرى শব্দে অর্থ- সওয়াব প্রাপ্তি ও আগ্রহের কারণে তিনি এ রোজার প্রতীক্ষায় থাকতেন।

দুই:

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক আশুরার রোজা রাখা ও এ ব্যাপারে সাহাবায়েরা করোমকে উদ্ভুদ্ধ করার কারণ হচ্ছে বুখারির বর্ণিত হাদিস (১৮৬৫) ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদনায় এলেন তখন দেখলেন ইহুদরা আশুরার দিন রোজা রাখত। তখন তিনি বললেন: কেনে তোমরা রোজা রাখ? তারা বলল: এটি উত্তম দিন। এদিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করেছেন; তাই মুসা আলাইহিস সালাম এদিনে রোজা রাখতেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: তোমাদের চায়ে আমমিসার অধিক নিকটবর্তী। ফলে তিনি এ দিন রোজা রাখলেন এবং অন্যদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশে দলিলে।”

হাদসিরে উদ্ধৃতি: “এটি উত্তম দিন” মুসলমিরে রওয়ায়তে এসছে- “এটি মহান দিন। এদনি আলাহ মুসাক ও তাঁর কওমকে মুক্ত করছেন এবং ফরোউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে মেরেছেন।” হাদসিরে উদ্ধৃতি: “তাই মুসা আলাইহিস সালাম এদনি রোজা রাখতেন” সহহি মুসলমি আরকেটু বশে আছে যে “...আলাহর প্রতীকিতজ্ঞতাস্বরূপ; তাই আমরা এ দনি রোজা রাখি। বুখারির অন্য রওয়ায়তে এসছে- “এ দনিরে মহান মর্যাদার কারণে আমরা রোজা রাখি। হাদসিরে উদ্ধৃতি: “অন্যদেরকেও রোজা রাখার নর্দশে দলিনে” বুখারির অন্য রওয়ায়তে এসছে- “তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে বললেন: তোমরা তাদের চয়ে মুসার অধিক নকিটবর্তী। সুতরাং তোমরা রোজা রাখ।” তিনি:

আশুরার রোজা দ্বারা শুধু সগরি গুনাহ মার্জনা হবে। কবরি গুনাহ বশিষে তওবা ছাড়া মোচন হয় না। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন: আশুরার রোজা সকল সগরি গুনাহ মোচন করে। হাদসিরে বাণীর মর্ম রূপ হচ্ছে- কবরি গুনাহ ছাড়া সকল গুনাহ মোচন করে দিয়ে। এরপর তিনি আরও বলেন: আরাফার রোজা দুই বছরে গুনাহ মোচন করে। আর আশুরার রোজা এক বছরে গুনাহ মোচন করে। মুক্তাদরি আমীন বলা যদি ফরেশে তাদের আমীন বলার সাথে মিলে যায় তাহলে পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়... উল্লেখিত আমলগুলোর মাধ্যমে পাপ মোচন হয়। যদি বান্দার সগরি গুনাহ থাকে তাহলে সগরি গুনাহ মোচন করে। যদি সগরি বা কবরি কোন গুনাহ না থাকে তাহলে তার আমলনামায় নকে লিখা হয় এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধিকরা হয়। ... যদি কবরি গুনাহ থাকে, সগরি গুনাহ না থাকে তাহলে কবরি গুনাহকে কিছুটা হালকা করার আশা করতে পারি। [আল-মাজমু শারহুল মুহাযাব, খণ্ড-৬]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: পবিত্রতা অর্জন, নামায আদায়, রমজানরে রোজা রাখা, আরাফার দনি রোজা রাখা, আশুরার দনি রোজা রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে শুধু সগরি গুনাহ মোচন হয়। [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা, খণ্ড-৫]